২০১৭ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিত বাইরী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কনকপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কবি অজিত বাইরী। স্কুল-হোস্টেলে মাঝরাতে লণ্ঠনের আলোয় প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন অকালপ্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে।

কৈশোরোত্তীর্ণ দিনগুলিতে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল কারখানার ফাইফরমাস খাটার কর্মী ও পরে হাওড়া স্টেশনে কুলি-কামিনদের রেশনের মাল খালাসের হিসাবরক্ষক হিসেবে। ১৯৭১-এ সরকারি চাকরিতে যোগ দেন তিনি। ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উপ-প্রকল্প অধিকর্তা (কৃষি) পদ থেকে অবসরগ্রহণ।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তকে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় কবি অজিত বাইরীকে।

অজিত বাইরীর এ-যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ২৬টি, উপন্যাস দুটি, গল্প সংকলন একটি, স্বরচিত কবিতার আলোচনাগ্রন্থ একটি, আত্মকথামূলক গদ্যগ্রন্থ একটি, দুই বাংলার কবিদের নিয়ে এবং অন্যান্য সম্পাদিত কবিতার সংকলন সাতটি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া', 'বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত', 'প্রিজনভ্যান এবং কালপুরুষ', 'হরীতকী বনের রোদ', 'সন্ধ্যাতারার মতো মেয়েটি', 'আগুনের চাদর', 'শব্দের টেরাকোটা', 'ধুলো থেকে তুলে নেব স্তব', 'পরিব্রাজকের ঝুলি', 'অর্ধেক আকাশ তুমি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিমুখ (১৯৮০-১৯৮৬), কৃত্তিকা (২০০৮-২০১০)।

কবি ও প্রাবন্ধিক তপনকুমার মাইতি সম্পাদিত 'সির্জন নদীর কবি : অজিত বাইরী' গ্রন্থে কবির কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক।

কবিতার পাশাপাশি অজিত বাইরী একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ। চাকরিসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল। নোনা ভূমিতে আধুনিক কৃষিকর্ম কীভাবে করা যায় সেসব হাতেকলমে তিনি শিখিয়েছেন কৃষকদের।